গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

এবং

প্রকল্প পরিচালক, সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমণিকা

সেকশন ১: সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সেকশন ৩: সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/Impact)

সংযোজনী ১: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা

সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের সহায়ক হিসাবে বিদ্যমান সড়কের দুই পার্শ্বে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন করা যাতে করে অতি দ্রুত ঢাকা(কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর কাজ ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের কাজের সহায়ক প্রকল্প হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে এবং ফলশ্রুতিতে তা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্ব হলে ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হবে।

ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে-১, এশিয়ান হাইওয়ে-২ এবং সার্ক হাইওয়ে করিডোর-৫ এর অংশ বিধায় উপ-আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক প্রশস্তকরণ করা প্রয়োজন। সড়ক প্রশস্তকরণের প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর অত্যন্ত জরুরী। সেই লক্ষ্যেই ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি স্থানান্তরের কার্যক্রম এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমাপ্তকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণের সহায়ক হিসাবে এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ২৭০.৫৫৭ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা।
- মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন করা।
- ভবিষ্যতের উপ-আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথ সুগম করা।

শিল্প ও বাণিজ্যে গতিশীলতা আনতে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক, বিমসটেক করিডোর, সার্ক করিডোরসহ আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে গতি ত্বরান্বিত করা। প্রকল্পটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় সম্পন্ন হবে। উক্ত প্রকল্পের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ঢাকা(কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি নির্ভর করবে। যেহেতু ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর কার্যক্রম সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বাস্তবায়িত হবে। সেহেতু ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর গ্রহণ করবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার সড়ক বিভাগের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ ভূমি কর পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার জন্য নিয়মিত বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ এবং সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের প্রয়োজনীয় জনবল দিয়ে যথাযথভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও তদারকি করতে হবে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

টেকসই সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী জাতীয় মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ক্রমান্বয়ে ৪-লেনে উন্নীতকরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয় পার্শ্বে পৃথক লেনের সংস্থান রেখে জাতীয় মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্তে এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় দেশব্যাপী ১৭৫২ কিলোমিটার মহাসড়কের অংশ হিসাবে ঢাকা(কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কটিরও ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিটেইল্ড ডিজাইন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়ায় জেলা প্রশাসকের অফিস, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন ইউটিলিপি সার্ভিসের সমপৃক্ততা রয়েছে। তাছাড় প্রস্তাবিত রাইট অব ওয়ে এর মধ্যে বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে। এসব স্থাপনা যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়কের বর্তমান এলাইনমেন্ট বরাবর বিদ্যমান রাইট অব ওয়ে (RoW) গড়ে প্রায় ৩৩.০০ মিটার। কিন্তু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ককে দুই পার্শ্বে সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য বিদ্যমান রাইট অব ওয়ে (RoW) ৩৩.০০ মিটার হতে প্রায় ৪৫.০০-৫০.০০ মিটার এ উন্নীত করতে হবে। ফলে সড়ক প্রশস্তকরণ এবং বিভিন্ন সাব-স্ট্যান্ডার্ড বাঁক সমূহ সরলীকরণের জন্য বিদ্যমান সড়কের দুই পার্শ্বে ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর প্রয়োজন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের সহায়ক হিসাবে বিদ্যমান সড়কের দুই পার্শ্বে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন করা যাতে করে অতি দ্রুত ঢাকা(কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

এই প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে এবং ফলশ্রুতিতে তা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্ব হলে ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হবে।

ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে-১, এশিয়ান হাইওয়ে-২ এবং সার্ক হাইওয়ে করিডোর-৫ এর অংশ বিধায় উপ-আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক প্রশস্তকরণ করা প্রয়োজন। সড়ক প্রশস্তকরণের প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর অত্যন্ত জরুরী। সেই লক্ষ্যেই ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং ইউটিলিটি স্থানান্তরের কার্যক্রম এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমাপ্তকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের সহায়ক হিসাবে এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ২৭০.৫৫৭ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা।
- মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ইউটিলিটি স্থানান্তর সম্পন্ন করা।
- ভবিষ্যতের উপ-আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথ সুগম করা।
- শিল্প ও বাণিজ্যে গতিশীলতা আনতে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক, বিমসটেক করিডোর, সার্ক করিডোরসহ আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে গতি ত্বরান্বিত করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন:

- ৫০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ।

উপক্রমণিকা (Preamble)

প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ), সওজ, সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্প

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুন মাসের ১৮ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত, এবং পরিবেশবান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):
১.৩.১ সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

	সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ নির্মাণ প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	**কর্মসম্পাদন সূচকের মান**
১.	মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;	৮০
	মোট	৮০

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	**কর্মসম্পাদন সূচকের মান**
১.	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	০৬
২.	কর্মম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	০৮
৩.	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	০৬
	মোট	২০

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১. সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তর। কাজের সড়কের দৈর্ঘ্য ২৭০.৫৫৭ কিলোমিটার।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০) (Target /Criteria Value for FY 2019-2020)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২১-২২
						২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৮		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১ মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ	৮০	[১.১] সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] বাস্তবায়িত সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিত)	হেক্টর	৮০	-		৫০	৪৭	৪৩	৪১	৪০	১৫০	২০০

মাঠ পর্যায়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সুচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৯-২০				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৬	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	০.৫	৬০	-	-	-	-
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-
			[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫	২৪ জুলাই, ২০১৯	২৯ জুলাই, ২০১৯	৩০ জুলাই, ২০১৯	৩১ জুলাই, ২০১৯	০১আগস্ট, ২০১৯
			[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫	১৩ জানুয়ারি, ২০২০	১৬ জানুয়ারি, ২০২০	১৭ জানুয়ারি, ২০২০	২০ জানুয়ারি, ২০২০	২১ জানুয়ারি, ২০২০
		[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১.০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	-
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	-
			[১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তিসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	১২	১১	১০	৯	-
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
			[১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	২	-	-
			[১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯	১৫ জানুয়ারি, ২০২০	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৮	[২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সকল শাখায় ই-নথিব্যবহার	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			[২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০
			[২.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০

		[২.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.২.১] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১মার্চ, ২০২০	১৮মার্চ, ২০২০	২৫মার্চ, ২০২০	১এপ্রিল, ২০২০	৮ এপ্রিল, ২০২০
		[২.৩] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[২.৩.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	%	১.০	১০০	৯০	৮০	-	-
			[২.৩.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	%	১.০	১০০	৯০	৮০	-	-
		[২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.৪.১] অফিসের সকল তথ্যহালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	-	-
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	১	১৬ আগস্ট, ২০১৯	২০ আগস্ট, ২০১৯	২৪ আগস্ট, ২০১৯	২৮ আগস্ট, ২০১৯	৩০ আগস্ট, ২০১৯
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	০৪ মার্চ, ২০২০
			[৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	০৪ মার্চ, ২০২০
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ব্রডসীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		[৩.৪] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	[৩.৪.১] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১.০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৪.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৪.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০

আমি, **তুষার কান্তি সাহা,** প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ) (সওজ), সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ **প্রকল্প** হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরয়ের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, **ইবনে আলম হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর,** প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ), সওজ, পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

----------	১৮/১০/২০২১ ----------
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্প সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর,	তারিখ
----------	১৮/০৬/২০২১ ----------
প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর,	তারিখ